বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী (Interest Group) বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর (Pressure Group) উদ্ভব হয়। এই ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে কেউ কেউ আবার সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী (Attitude Groups), বা সংগঠিত গোষ্ঠী (Organised Group) বা লবি (Lobby) প্রভৃতি নামে অভিহিত করে থাকেন।

স্বার্থগোষ্ঠীর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে **অ্যালমণ্ড ও পাওয়েল** (Almond and Powell) বলেছেন, "স্বার্থগোষ্ঠী বলতে আমরা নির্দিষ্ট স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ বা সুযোগ-সুবিধার দ্বারা সংযুক্ত এমন একটি ব্যক্তি-সমষ্টিকে বুঝি যারা এরূপ বন্ধন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন"। **মিলার** (J.D.B. Miller)-এর মতে, কোন বিষয় সম্পর্কে সমস্বার্থবিশিষ্ট জনসমষ্টিকে স্বার্থগোষ্ঠী বলা হয়। **জিগলার** (H. Zeigler) বলেছেন, স্বার্থগোষ্ঠী বলতে এমন একটি সংগঠিত ব্যক্তি-সমষ্টিকে বোঝায় যার সদস্যবর্গ সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ না করেও সরকারী সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়। **এল. আর্ল. শ. এবং জন. সি. পিয়ার্স**-এর মতে, স্বার্থগোষ্ঠী বলতে এমন একটি ব্যক্তিসমষ্টিকে বোঝায় যা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর দাবি উপস্থিত করে তার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হয়।

স্বার্থগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ ঃ অ্যালমণ্ড ও পাওয়েল স্বার্থগোষ্ঠীকে চার ভাগে ভাগ করেছেন, যথা—(১) স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (Spontaneous Interest Group), (২) সাংগঠনিক স্বার্থগোষ্ঠী (Associational Interest Group), (৩) অ-সাংগঠনিক স্বার্থগোষ্ঠী (Non-associational Interest Group) এবং (৪) প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থগোষ্ঠী (Institutional Interest Group.)।

স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থগোষ্ঠী কোন বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং বিক্ষোভ, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, গুপ্তহত্যা প্রভৃতির মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করে থাকে। এই ধরনের হিংসাত্মক গোষ্ঠী মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

সাংগঠনিক স্বার্থগোষ্ঠী বলতে সেইসব গোষ্ঠীকে বোঝায়, যেগুলি সুশৃঙ্খলভাবে এবং সংগঠিতভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে দাবি-দাওয়া স্থির করে এবং সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ঐগুলি অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। এই ধরনের স্বার্থগোষ্ঠীর উদাহরণ হিসাবে শ্রমিক সংঘ, শিক্ষক সংঘ, বণিক সংঘ, শিল্পপতি সংঘ, ধর্মীয় সংস্থা প্রভৃতির কথা বলা যায়।

অ-সাংগঠনিক স্বার্থগোষ্ঠী বলতে জাতি, অঞ্চল, শ্রেণী, পরিবার বা মর্যাদাভিত্তিক সেইসব গোষ্ঠীকে বোঝায় যারা ব্যক্তিবিশেষ, পরিবার, ধর্মীয় প্রধান প্রভৃতির মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। এইসব গোষ্ঠীর কোনো সাংগঠনিক ভিত্তি না থাকায় এরা সরকারের ওপর খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থগোষ্ঠী গঠিত হয় কোন পেশা বা বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে। রাজনৈতিক দল, সৈন্যবাহিনী, আইনসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সন্ধান মেলে। এদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাও বেশি। সামরিক চক্র (military cliques), আমলাতন্ত্রিক গোষ্ঠী প্রভৃতি এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

রাজনৈতিক দল এবং স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য ঃ রাজনৈতিক দল এবং স্বার্থগোষ্ঠী উভয়েই আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি, বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ অথবা পরিবর্তন, গণসংযোগ সাধন, জনমত গঠন প্রভৃতি কাজগুলি রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠী উভয়ের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবে উভয়ের মধ্যে

(৪) **জনমত গঠন ঃ** নির্ধারিত নীতি ও কর্মসূচীকে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ কাজ। প্রতিটি দলই নিজ নীতি ও কর্মসূচীর সমর্থনে সভা-সমিতি, বেতার ভাষণ, কর্মী বৈঠক, দেওয়াল লিখন, পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা, ইস্তেহার প্রভৃতির মাধ্যমে জনমত গঠন করে থাকে। প্রতিটি দলের এক একটি আদর্শ থাকে এবং ঐ আদর্শের ভিত্তিতে এই কাজগুলি করে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লাওয়েল (Lowell) রাজনৈতিক দলকে 'আদর্শের দালাল' (brokers of ideas) বলেছেন।

(৫) **প্রার্থী মনোনয়ন ও নির্বাচনী প্রচার ঃ** প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই আশু লক্ষ্য হল নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি দলই নির্বাচনের প্রাক্কালে যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং তার সপক্ষে ব্যাপক প্রচার কার্য চালায়। রাজনৈতিক দল না থাকলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক প্রার্থীর যোগ্যতা, চরিত্র, মতাদর্শ প্রভৃতি জানা এবং উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা নির্বাচকমণ্ডলীর পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক দল থাকলে ব্যক্তির পরিবর্তে দলের গুণাগুণের ভিত্তিতে ভোটাররা অতি সহজেই প্রার্থী নির্বাচন করতে পারে।

(৬) **সরকার গঠন ঃ** নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দল সরকার গঠন করে এবং জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করে। পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার পরিচলনা করে। ক্ষমতাসীন দল প্রতিশ্রুতিমত কাজ করতে পারলে পরবর্তী নির্বাচনে তাদের পুনর্নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

(৭) **সরকারের স্বৈরাচারিতা রোধ ঃ** নির্বাচনে যে দল বা দলসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, তারা আইনসভায় বিরোধী দল হিসাবে ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দলের কাজ হল সরকারকে সমালোচনা করা এবং ভুল-ভ্রান্তিগুলিকে জনগণের সামনে তুলে ধরা। ফলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে না।

(৮) **সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ রক্ষা ঃ** রাজনৈতিক দলের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের যোগসূত্র রচনা করা। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে যে তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় তার মাধ্যমে জনসাধারণ সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত হয়। আবার দলের মাধ্যমেই সরকার জনসাধারণের মতামত ও অভাব-অভিযোগগুলি জানতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

(৯) **রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঃ** জনসাধারণকে রাজনৈতিক বিষয়ে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা রাজনৈতিক দলের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রতিটি দল বিভিন্ন সভাসমিতি, গণসমাবেশ, প্রচারপত্র, আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে। এতে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার বিকাশ ঘটে।

(১০) **স্বার্থের গ্রন্থীকরণ ঃ** যে-কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই বিভিন্ন স্বার্থকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্বার্থ-গোষ্ঠী গড়ে উঠতে দেখা যায়। এইসব স্বার্থ-গোষ্ঠী নিজেদের দাবি মেটানোর জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক দলের কাজ হল এই সব ভিন্নমুখী স্বার্থ ও চাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। রাজনৈতিক দলের এই কাজটিকে **এ্যালমণ্ড ও পাওয়েল**

(১) প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই নির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি ও মতাদর্শ থাকে এবং এরই ভিত্তিতে সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়।

(২) প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই আশু লক্ষ্য হল নির্বাচনের মাধ্যমে বা অন্য উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা।

(৩) আশু লক্ষ্য এবং কর্মসূচি যাই হোক না কেন, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হবে সামগ্রিক জাতীয় কল্যাণ সাধন করা। লক্ষ্য সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ হলে তাকে রাজনৈতিক দল বলা যাবে না।

(৪) প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে জনগণের সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে অবিরত মত প্রকাশ করতে হয় এবং এর মাধ্যমে জনমত গঠনে সচেষ্ট হতে হয়।

(৫) প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই একটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সংগঠন ও আভ্যন্তরীণ ক্ষমতাকেন্দ্র থাকে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, সুদৃঢ় সংগঠন না থাকলে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেই তার কর্মসূচিকে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা ও রূপায়িত করার চেষ্টা করা সম্ভব হয় না।

রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী ঃ আধুনিককালে গণতন্ত্র বলতে প্রতিনিধিত্ব মূলক বা পরোক্ষ গণতন্ত্রকেই বোঝায়। এই ধরনের গণতন্ত্রে জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকার্য চালায়। আর এই ব্যাপারে রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। **এ্যালান বলের** ভাষায়, "রাজনৈতিক দল ছাড়া আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা কল্পনা করাই কঠিন" (It is difficult to imagine modern political systems without political parties.)। আধুনিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের প্রধান প্রধান কাজগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা হল ঃ

(১) **একীকরণ, সরলীকরণ ও স্থায়ীকরণ** (Uniting, simplifying and stabilising the political process) ঃ **এ্যালান বলের** মতে, রাজনৈতিক দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ঐক্যবদ্ধ, সহজতর এবং স্থিতিশীল করা। রাজনৈতিক দলসমূহ যে-কোন রাষ্ট্রে ভৌগোলিক দূরত্ব ও আঞ্চলিক বা সংকীর্ণ স্বার্থকে অতিক্রম করে বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা আনয়নের চেষ্টা করে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যে-সব রাষ্ট্রে বহুধাবিভক্ত সরকারী কাঠামো প্রচলিত থাকে সেখানে দলগুলি বিভিন্ন অংশকে একত্রিত করে। একটি দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও নানা সম্প্রদায়ের মানুষ থাকলেও কয়েকটি মাত্র রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় তারা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। ফলে দেশের বিভিন্ন মানুষের রাজনৈতিক অবস্থান বা মনোভাব বোঝা সহজ হয়।

(২) **সমস্যা নির্বাচন** ঃ একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানান ধরনের সমস্যা থাকে। এইসব সমস্যার সমাধান একই সঙ্গে সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলের কাজ হল এইসব সমস্যার মধ্যে কোন্ কোন্ সমস্যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কোন্‌গুলির আশু সমাধান প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং জনগণকে সে বিষয়ে অবহিত করা।

(৩) **নীতি নির্ধারণ** ঃ শুধু সমস্যা নির্বাচন করলেই হবে না, কিভাবে সেইসব সমস্যার সমাধান হবে সে বিষয়ে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে আপন আপন মতাদর্শের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও পার্থক্যের পরিমাণ অনেক বেশি। রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টিকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে, যথা—(১) উদ্দেশ্যগত, (২) উৎপত্তিগত, (৩) সংগঠনগত এবং (৪) কর্মপদ্ধতিগত।

(১) উদ্দেশ্যগত পার্থক্য ঃ

প্রথমত, রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে দলীয় নীতি ও কর্মসূচীকে রূপায়িত করা। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, যোগ্য ব্যক্তিকে নিজদলের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন করে এবং নির্বাচনে সাফল্যলাভ করলে সরকার গঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব বহন করে। অপরদিকে স্বার্থগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সরকার গঠন বা পরিচালনা নয়, সরকারের নীতি ও কার্যাবলীকে গোষ্ঠী স্বার্থের অনুকূলে প্রভাবিত করা।

দ্বিতীয়ত, স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নিজ নিজ দাবিগুলিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে এবং দাবিগুলি যাতে গৃহীত হয় তার জন্য যথাসাধ্য প্রভাব বিস্তার করে। এ্যালমণ্ড ও পাওয়েল স্বার্থগোষ্ঠীগুলির এই ধরনের কার্যপদ্ধতিকে স্বার্থের গ্রন্থিবদ্ধকরণ (interest articulation) বলেছেন। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলির লক্ষ্য হল স্বার্থের সমষ্টিবদ্ধকরণ (interest aggregation)। অর্থাৎ জনগণ তথা বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর দাবিগুলিকে সরকারী নীতিতে রূপায়িত করা।

তৃতীয়ত, প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শ থাকে। মতাদর্শ রক্ষণশীল হতে পারে, উদারনৈতিক হতে পারে, আবার সাম্যবাদী হতে পারে। কিন্তু স্বার্থগোষ্ঠীর পিছনে কোন নির্দিষ্ট মতাদর্শ কাজ করে না। তারা শুধুমাত্র চাপ দিয়ে বা কৌশলের সাহায্যে নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়।

(২) উৎপত্তিগত পার্থক্য ঃ সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি ঘটে। এই মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় নীতি ও কর্মসূচি স্থির করা হয় এবং তা রূপায়ণের জন্য চেষ্টা করা হয়। পক্ষান্তরে স্বার্থগোষ্ঠীর উৎপত্তি ঘটে প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে। পরে তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়। এই কারণে একটি স্বার্থগোষ্ঠীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তি থাকতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (W.B.C.U.T.A.) নামে যে স্বার্থগোষ্ঠীটি রয়েছে, তার সদস্যগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী।

(৩) সংগঠনগত পার্থক্য ঃ সাংগঠনিক দিক থেকেও রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট মতাদর্শগত ভিত্তি থাকার জন্য তা সাধারণত প্রকৃতিগতভাবে সুসংগঠিত হয়। রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ দলীয় নীতি ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে বাধ্য। পক্ষান্তরে স্বার্থগোষ্ঠীগুলির কোন মতাদর্শগত ভিত্তি না থাকায় সাংগঠনিক দিক থেকে সেগুলি দুর্বল প্রকৃতিসম্পন্ন হয়। স্বার্থগোষ্ঠীর সদস্যদের কেবলমাত্র গোষ্ঠীস্বার্থের প্রতি অনুগত থাকলেই চলে ; গোষ্ঠী-নির্ধারিত নীতি ও কর্মসূচি কঠোরভাবে মান্য করতে তাদের বাধ্য করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, সাংগঠনিক দিক থেকে রাজনৈতিক দল বৃহৎ এবং ব্যাপক, স্বার্থগোষ্ঠী তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র ও সীমিত। রাজনৈতিক দলের সদস্য-সংখ্যা স্বার্থগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশি।

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠী

প্রশ্ন ১। রাজনৈতিক দল কাকে বলে?

[C.U. '84, '89, '90 ; V.U. '89, '90, '92 ; T.U. '90]

উত্তর। অধ্যাপক সুলজ বলেছেন, "রাজনৈতিক দল হল ব্যক্তিসমূহের কিংবা নির্দিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীর এমন একটি সুসংবদ্ধ এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সংগঠন যার লক্ষ্য হল স্বীয় সদস্যদের সরকারী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে ঈপ্সিত নীতি অনুসরণ ও কার্যকর করা"। মার্কবাদীদের মতে, রাজনৈতিক দল হল সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ রূপায়ণের জন্য সংগঠিত শক্তি।

প্রশ্ন ২। রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।

[C.U. '84, '87, '92 ; V.U. '91]

উত্তর। (ক) প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই একটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সংগঠন ও আভ্যন্তরীণ ক্ষমতাকেন্দ্র থাকে। (খ) প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট লক্ষ্য, কর্মসূচী ও মতাদর্শ থাকে। (গ) নির্বাচনের মাধ্যমে বা অন্য উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যে-কোন রাজনৈতিক দলের আশু লক্ষ্য। (ঘ) দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল সামগ্রিক জাতীয় কল্যাণ সাধন করা।

প্রশ্ন ৩। রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজগুলি কী? *[C.U. '93]*

উত্তর। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ হল দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে

অপরিহার্য অঙ্গ হলেও, স্বার্থগোষ্ঠীগুলির কার্যাবলী ও ভূমিকার আলোচনা শুরু হয় মূলত ১৯৪৫ সালের পর থেকে। আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাই প্রথম বিশেষ গুরুত্ব সহকারে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বার্থগোষ্ঠীর ভূমিকার বিষয়টি আলোচনা করেন।

স্বার্থগোষ্ঠীর প্রধান কাজ হল প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরকারী সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করা। স্বার্থগোষ্ঠীগুলি সরকার গঠন করতে আগ্রহী থাকে না। শুধুমাত্র চাপ সৃষ্টি করে নির্বাচিত সরকারকে দিয়ে নিজ নিজ গোষ্ঠীস্বার্থের অনুকূলে দাবিদাওয়া পূরণ করার দিকেই এদের আগ্রহ থাকে। নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বার্থগোষ্ঠীগুলি যে সমস্ত পন্থা-পদ্ধতির আশ্রয় নেয় সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

(১) শাসন বিভাগের ওপর প্রভাব বিস্তার ঃ বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় শাসনবিভাগের কাজকর্ম ও ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই স্বার্থগোষ্ঠীগুলি শাসন বিভাগের ওপর, বিশেষ করে সরকারী আমলাদের ওপর প্রভাব বিস্তারে ভীষণভাবে সচেষ্ট থাকে। স্বার্থগোষ্ঠীগুলি সরকারী দপ্তরগুলিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে এবং অন্যান্যভাবে সহযোগিতা করে ; তার পরিবর্তে সরকারী দপ্তরগুলির কাছ থেকে তারা আনুকূল্য আশা করে।

(২) আইনবিভাগের ওপর প্রভাব বিস্তার ঃ শুধু শাসনবিভাগে নয়, আইনবিভাগের সদস্যদের সঙ্গেও স্বার্থগোষ্ঠীগুলি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলে, যাতে নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে আইন তৈরী হয় এবং অকাম্য আইন বাতিল হয়। এ্যালান বল (Alan Ball) স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে আইনবিভিাগকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে বর্ণনা করেছেন (Pressure Group activity at parliamentary levels is generally most spectacular.)।

(৩) জনমত গঠন ঃ স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নিজেদের অভাব-অভিযোগ ও দাবি দাওয়ার ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র প্রভৃতি গণসংযোগের মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করে থাকে এবং গোষ্ঠীস্বার্থের অনুকূলে জনমত সংগঠিত করতে সচেষ্ট থাকে। এ ছাড়াও সভা-সমাবেশ, প্রচার পুস্তিকা বিতরণ, ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে গোষ্ঠীগুলি নিজেদের অভাব অভিযোগের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। জনমতকে সংগঠিত করতে পারলে সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তারের কাজটি সহজ হয়।

(৪) ব্যক্তিগত যোগাযোগ ঃ অনেক সময় স্বার্থগোষ্ঠীগুলি ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হয়। গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তির সঙ্গে প্রভাবশালী মন্ত্রী অথবা পদস্থ আমলার বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তা থাকতে পারে। স্বার্থগোষ্ঠী এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করে।

(৫) রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার ঃ গোষ্ঠীস্বার্থ পূরণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল রাজনৈতিক দল। গোষ্ঠীগুলি শুধু সরকারকে প্রভাবিত করতে চায় তাই নয়, রাজনৈতিক দলের নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তারা যথেষ্ট সক্রিয় থাকে। রাজনৈতিক প্রচারকার্যে, প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে এবং প্রার্থীকে নির্বাচিত করার ব্যাপারে স্বার্থগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় দলকে আর্থিক সাহায্যও দেয়। এসব করার লক্ষ্য হল এই যে, সংশ্লিষ্ট দল ক্ষমতায় এলে সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করা সহজসাধ্য হবে।

(৬) বিচার বিভাগের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার ঃ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে

আলাপ-আলোচনা করা এবং সেগুলি সমাধানের জন্য নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচী প্রণয়ন করা। দ্বিতীয়ত আপন আপন মতাদর্শের ভিত্তিতে নির্ধারিত নীতি ও কর্মসূচীকে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করে জনসমর্থন আদায় করা, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলে সরকার গঠন করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান কাজ। বিরোধী দলের কাজ হল সরকারী দলের ভুল-ত্রুটিগুলিকে তুলে ধরা এবং সরকারের স্বৈরচারিতা রোধ করা।

প্রশ্ন ৪। উপদল বা চক্রীদল কাকে বলে? *[C.U. '93, T.U. '94]*

উত্তর। জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে সংকীর্ণ গোষ্ঠী-স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে গঠিত জনগোষ্ঠীকে উপদল বা চক্রীদল বলা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যেও এই ধরনের উপদল গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন ৫। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে?

উত্তর। যে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দুটি প্রধান দলের প্রাধান্যকারী ভূমিকা থাকে সেই দেশের দলীয় ব্যবস্থাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলে। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দুয়ের অধিক রাজনৈতিক দল থাকতে পারে, তবে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সেইসব দলের তেমন কোন ভূমিকা থাকে না। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা চালু আছে।

প্রশ্ন ৬। বহুদলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে? *[V.U. '88]*

উত্তর। কোনো দেশে দুয়ের অধিক রাজনৈতিক দল থাকলে তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে। ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন প্রভৃতি দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা দেখা যায়।

প্রশ্ন ৭। অস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে? *[V.U. '94]*

উত্তর। যে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের আদর্শ ও কর্মসূচীর মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকে না, তাকে অস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থাকে অস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলে।

প্রশ্ন ৮। সুস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে? *[V.U. '94]*

উত্তর। যে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের আদর্শ ও কর্মসূচীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান থাকে, তাকে সুস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলে। ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থা সুস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার উদাহরণ।

প্রশ্ন ৯। প্রাধান্যকারী দলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর। কোনো দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হলেও, একটিমাত্র দলের সুস্পষ্ট প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলে সেই দলীয় ব্যবস্থাকে প্রাধান্যকারী দলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। ভারতের দলীয় ব্যবস্থাকে একটা সময় প্রাধান্যকারী দলীয় ব্যবস্থা বলে মনে করা হত, কারণ এখানে কংগ্রেস দলের সুস্পষ্ট প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল।

প্রশ্ন ১০। স্বার্থগোষ্ঠী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়?

[C.U. '86, '88, '92 ; V.U. '87, '89 ; T.U. '89, '92]

উত্তর। জিগলারের মতে, স্বার্থগোষ্ঠী বলতে এমন একটি সংগঠিত ব্যক্তিসমষ্টিকে বোঝায় যার সদস্যবর্গ সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ না করেও সরকারী সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়। শ্রমিক সংঘ, কৃষক সংঘ, শিক্ষক সংঘ প্রভৃতি হল স্বার্থগোষ্ঠীর উদাহরণ।

স্বার্থগোষ্ঠীগুলি বিচারবিভাগের ওপরও প্রভাব বিস্তার করতে চায়। বিচারপতিদের নিয়োগের সময় স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নিজেদের সমর্থকরা যাতে নিযুক্ত হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে। এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'অ্যামেরিকান বার এ্যাসোসিয়েশান'-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ব্যক্তিগত যোগাযোগের ভিত্তিতে বা অন্যভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিচারকদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে।

(৭) **বিক্ষোভ ও হিংসাত্মক আন্দোলন ঃ** স্বার্থগোষ্ঠীগুলি অনেক সময় বিক্ষোভ ও হিংসাত্মক আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থপূরণের চেষ্টা করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আসামে 'আসু'র নেতৃত্বে হিংসাত্মক আন্দোলন, 'বড়ো'দের জঙ্গী আন্দোলন প্রভৃতি এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(Parties are inevitable. No free large country has been without them.)

প্রশ্ন ১০৯। স্বার্থগোষ্ঠী বা চাপসৃষ্টিকারী কাকে বলে? রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [What is calied Interest Group ? Distinguish between political party and Interest Group.] (1075)

[C.U. 1990, '97, '01, '03 ; N.B.U. 1982, '96, 2000, '02 ; K.U. '01]

উত্তর। বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রেই বিভিন্ন পেশা, বৃত্তি ও স্বার্থকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এবং উঠছে। এই সকল গোষ্ঠী নিজেদের পেশা ও বৃত্তির সমর্থনে বিভিন্ন দাবি তৈরি করে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে দাবি আদায়ের জন্য সরকারের ওপর চাপ দেয়। রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণভাবে জনসাধারণের সামগ্রিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। ফলে দলগুলির পক্ষে বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। এই অভাববোধ থেকেই

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যে স্তরক্রম (hierarchy) দেখা যায়, স্বার্থগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সাধারণত সেরূপ থাকে না।

(৪) **কর্মপদ্ধতিগত পার্থক্য** ঃ কর্মপদ্ধতির প্রকৃতির ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, অভিন্ন গোষ্ঠী-স্বার্থের কারণে স্বার্থগোষ্ঠী যে-কোন বিষয়ে যত সহজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে অত সহজে তা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম ও কর্মপদ্ধতি যতখানি প্রকাশ্য ও প্রচারমূলক হয়, স্বার্থগোষ্ঠীর সেরূপ হয় না। স্বার্থগোষ্ঠীর কাজকর্মের বেশিরভাগ অংশটাই গোপনীয়তার মধ্যে থাকে। স্বার্থগোষ্ঠীগুলি অনেক সময় প্রকাশ্য আন্দোলন করলেও বেশিরভাগ সময়ই সেগুলি সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর গোপনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

তৃতীয়ত, স্বার্থগোষ্ঠীগুলি যেভাবে ব্যক্তিগত স্তরে নানা উপায়ে, প্রয়োজনে উৎকোচ প্রদান করে দাবি আদায়ের চেষ্টা করে, রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে সেরূপ দেখা যায় না। রাজনৈতিক দল লক্ষ্য পূরণ করতে চায় ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে।

চতুর্থত, রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরাসরি অবতীর্ণ হয়, স্বার্থগোষ্ঠীগুলি সেইভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না। তবে অনেক সময় তারা নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থে কোন বিশেষ দল বা প্রার্থীকে সমর্থন বা তার পক্ষে প্রচার করতে পারে।

উপসংহার ঃ রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্যগুলি থাকা সত্ত্বেও, পার্থক্যের সীমানা সবসময় নির্দিষ্ট থাকে না। বর্তমানে বেশিরভাগ স্বার্থগোষ্ঠীকে কোন-না-কোন রাজনৈতিক দলের অংশ হিসাবে কাজ করতে দেখা যায়। বর্তমানে ভারতবর্ষে যে শ্রমিক সংগঠনগুলি রয়েছে সেগুলির বেশিরভাগই কোন না কোন দলের নির্দেশে পরিচালিত হয়। তাছাড়া দ্রুত স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে কোন কোন স্বার্থগোষ্ঠীকে সরাসরি নির্বাচনের রঙ্গমঞ্চে নেমে পড়তে দেখা যায়। এইসব কারণে রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা অনেক সময় কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন বার্চ সোসাইটি (John Birch Society) বা ভারতবর্ষের ঝাড়খণ্ড দলকে রাজনৈতিক দল বলা হবে না স্বার্থগোষ্ঠী বলা হবে এনিয়ে মতবিরোধ থাকতেই পারে। এ্যালান বলের মতে, উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনুন্নত দেশগুলিতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কষ্টকর হয়, কারণ অনুন্নত দেশে দলব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল।

প্রশ্ন ১১০। আধুনিক রাষ্ট্রে স্বার্থগোষ্ঠী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যাবলী ও ভূমিকা নির্দেশ কর। [Point out the functions and role of the interest group or pressure group in a modern state.]

[T.U. 1993, 2000, '02 ; C.U. 1987, '89, '95, '97, '01 ; N.B.U. 1986, '90, '99, '01 ; B.U. 1988, '02 V.U. '98, K.U. '01]

অথবা,

স্বার্থগোষ্ঠীগুলি কিভাবে সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে? [How do the interest groups influence the decisions of a Government ?]

[C.U. 1980, '83, B.U. 1990]

উত্তর। স্বার্থগোষ্ঠী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার

প্রশ্ন ১১। স্বার্থগোষ্ঠীর দু'টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। *[V.U. '91]*

উত্তর। (ক) সরকারী ক্ষমতা দখল করা নয়, সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তকে নিজ গোষ্ঠীর অনুকূলে প্রভাবিত করাই স্বার্থগোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য। (খ) একটি স্বার্থগোষ্ঠীতে একাধিক রাজনৈতিক মতাদর্শে আস্থাশীল ব্যক্তি থাকতে পারে। অর্থাৎ স্বার্থগোষ্ঠীর কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকে না।

প্রশ্ন ১২। রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
[C.U. '93 ; V.U. '94 ; T.U. '88]

উত্তর। (ক) রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য সরকারী ক্ষমতা দখল করা ; অপরপক্ষে স্বার্থগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সরকার গঠন বা পরিচালনা নয়, সরকারের নীতি ও কর্মসূচীকে গোষ্ঠীস্বার্থের অনুকূলে প্রভাবিত করা। (খ) রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ, কিন্তু স্বার্থগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হল সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণ। (গ) রাজনৈতিক দলের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকে, কিন্তু স্বার্থগোষ্ঠীর তা থাকে না। (ঘ) রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম ও কর্মপদ্ধতি যতখানি প্রকাশ্য ও প্রচারমূলক হয়, স্বার্থগোষ্ঠীর সেরূপ হয় না।

প্রশ্ন ১৩। অস্পষ্ট এবং সুস্পষ্ট দ্বিদল ব্যবস্থার পার্থক্য উল্লেখ কর। *[V.U. 1994]*

উত্তর। এই অধ্যায়েরই ৭ এবং ৮ নং প্রশ্নের উত্তর পরপর লিখতে হবে।

প্রশ্ন ১৪। একদলীয় ব্যবস্থা কোন্ কোন্ দেশে প্রচলিত আছে?

উত্তর। গণসাধারণতন্ত্রী চীন, কেনিয়া প্রভৃতি দেশে একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রতিনিধিত্ব

প্রশ্ন ১০৭। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বা কার্যাবলী আলোচনা কর। [Define political party. Discuss the role or functions of political party in a modern democracy.]

[N.B.U. '98, 2000 ; V.U. '95, '97, '99, '01 ; C.U. 1980, '83, '90, '92 ; B.U. 1983, '87, '91, '96, '97, '99, '01]

উত্তর। আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল রাজনৈতিক দল। বর্তমানে এমন কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখা যায় না যেখানে রাজনৈতিক দল নেই। তাই অনেকে রাজনৈতিক দলকে আধুনিকতার একটি প্রধান লক্ষণ বলে বর্ণনা করে থাকেন। **ব্লণ্ডেল** (Jean Blondel)-এর ভাষায় "Political parties are the modern type of political structure par excellence."

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে উদারনৈতিক তাত্ত্বিকেরা রাজনৈতিক দল বলতে একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শকে আশ্রয় করে সংগঠিত গোষ্ঠীকে বোঝাতেন। উদাহরণস্বরূপ **বেঞ্জামিন কনস্ট্যান্ট** (Benjamin Constant) বলেন, "রাজনৈতিক দল হল একই রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী কিছুসংখ্যক লোকের সমষ্টি" ("A Party is a group of men professing the same political doctrine.")।

রাজনৈতিক দলের **মার্কসীয় সংজ্ঞাতেও** মতাদর্শের প্রশ্নটিকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে দেখা যায়। মার্কসবাদীদের মতে, রাজনৈতিক দল হল সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ রূপায়ণের জন্য সংগঠিত শক্তি। শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ স্বরূপ প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নির্দিষ্ট মতাদর্শ প্রচার করে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চায়।

রাজনৈতিক দল সম্পর্কে পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞার মতাদর্শের বিষয়টিকে তেমন একটা গুরুত্ব পেতে দেখা যায় না। এঁদের মতে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে সংগঠিত শক্তিই হল রাজনৈতিক দল। **যোসেফ শুমপিটার** (Joseph Schumpeter) বলেছেন, "যে-কোন রাজনৈতিক দলেরই প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল অন্যদের পরাস্ত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং আসীন থাকা।" অধ্যাপক **সুলজ** (E. B. Schulz) বলেছেন, "রাজনৈতিক দল হল ব্যক্তি সমূহের কিংবা নির্দিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীর এমন একটি সুসংবদ্ধ ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সংগঠন যার লক্ষ্য হল স্বীয় সদস্যদের সরকারী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে ঈপ্সিত নীতি অনুসরণ ও কার্যকর করা"। অধ্যাপক **বার্কারের** মতে, "রাজনৈতিক দল হল বিশেষ মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত এমন একটি দল যা জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন লাভ করতে চেষ্টা করে"।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে রাজনৈতিক দলের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ